Paul Gauguin.

পারস্পরিক - পারস্পরিক

Vincent

boobook

দুই শিল্পীর চিঠি

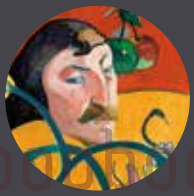

boobook

পল গগ্যাঁ ভিনসেন্ট ভান গখ

নোনেতা

boobook

পল গগ্যাঁ এবং ভিনসেন্ট ভান গখ-এর প্রথম দেখা হয় প্যারিসে, ১৮৮৭ সালের শেষদিকে। গগ্যাঁ তখন সদ্য ফিরেছেন ফরাসি উপনিবেশ সুদূর মার্তিনিক দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছবি এঁকে, আর ভান গখ অ্যান্টওয়ের্প থেকে। রেস্তরাঁ দ্যু শালে-র প্রদর্শনীতেই সম্ভবত পরস্পরের পরিচয় হয়। পাশ্চাত্যে ছবির ক্ষেত্রে মোড়-ফেরানো আন্দোলন ইম্প্রেশনিজম-এর তখন শেষ পর্যায়, নব্য শিল্পীদের আর তাতে মন ভরছে না। ইম্প্রেশনিজমের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে তাঁরা চেষ্টা করছেন নতুন ছবি আঁকার। এর ফলাফল সে সময় বোঝা না-গেলেও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে তার প্রভাব স্পষ্ট অনুভব করা যাবে। রেস্তরাঁ দ্যু শালে-র ঐ প্রদর্শনী ছিল এই নব্য শিল্পীদের ছবি দিয়েই সাজানো। ভিনসেন্টের ছোট ভাই থিও ভান গখ-এর এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা ছিল। থিও-ই মনে হয় ভাইয়ের সঙ্গে গগ্যাঁ-র পরিচয় করিয়ে দেন। ভিনসেন্ট অবিলম্বে গগ্যাঁ-র ছবি ও শিল্পতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন, ক্রমে গগ্যাঁ-ও ভিনসেন্ট-এর ছবিতে আগ্রহ বোধ করেছেন। পরস্পরের চিঠিতেই তার প্রমাণ আছে। প্রাথমিক পরিচয়ের পরের পর্যায় শুরু হয় পরস্পরের ছবি বিনিময় দিয়ে, আর সেই সূত্রে শুরু হয় চিঠির আদানপ্রদান।

১৮৮৮-র গোড়াতেই অবশ্য দু-জনে প্যারিস ছাড়েন, গগ্যাঁ যান ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে ব্রিটানি-র দিকে, গখ দক্ষিণে আর্ল-এর পথে। এ বইয়ের প্রথম সাতটা চিঠিতে, ৮৭-র ডিসেম্বর থেকে ৮৮-র অক্টোবর পর্যন্ত, গগ্যাঁ কী ভাবে দিন কাটাচ্ছেন সেখানে, তার বিবরণ আছে। ছবি আঁকছেন, কিন্তু মারাত্মক আর্থিক অভাবে আছেন, তার ওপর শরীর-স্বাস্থ্যের অবস্থা করুণ। এ সময়ের শেষদিকে গখ-এর লেখা চিঠি আছে দুটি। গগ্যাঁ-র চিঠি থেকে বোঝা যায় যে গখ তখন তাঁকে ক্রমাগত বুঝিয়ে যাচ্ছেন

আর্ল-এ চলে আসার জন্য। সেখানে এলে তাঁর আর্থিক অভাব ঘুচবে, দু-জনে মিলে শিল্পীদের কমিউন তৈরি করবে, আরও শিল্পীরা সেখানে যোগ দেবে। এ নিয়ে থিও-র সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে, থিও সাহায্য করবে, কোন অসুবিধেই আর থাকবে না। দু-জনে শুধু ছবি আঁকবে, ছবি এঁকেই বাঁচবে। গগ্যাঁ-র জন্য এক হলুদ বাড়িও গখ ভাড়া নিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন। এ পর্বের শেষদিকে, অক্টোবর ৮৮-তে লেখা গখ-এর দুটি চিঠিতে তা আছে।

অবশেষে কিছুটা ভান গখ-এর উপরোধেই গগ্যাঁ আর্ল-এ এসে পৌঁছন অক্টোবরের ২৩, ১৮৮৮। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরস্পরের সঙ্গসুখ তাঁদের বেশিদিন সয় না। দু-মাসের মধ্যেই, ডিসেম্বরের ২৪-এ গগ্যাঁ বরাবরের মতো আর্ল ছেড়ে চলে যান। পরে আর কখনও তাঁদের দেখা হয়নি, কিন্তু চিঠির যোগাযোগ ছিল। বিপরীতমুখী দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাতই এই সঙ্গ-বিচ্ছেদের মূল। গগ্যাঁ ঘরে বসে চুপচাপ, ধীরেসুস্থে, ভেবেচিন্তে ছবি আঁকার পক্ষপাতী। গখ-এর স্বভাব উলটো, সরাসরি প্রকৃতির মাঝে বসে প্রকৃতির ছবি না আঁকলে তাঁর চলে না। স্বভাবতই দু-জনের অন্বিষ্টও ছিল ভিন্ন। দু-জনের মধ্যে গখ-এর স্বভাব ছিল তুলনায় শান্ত, নম্র, বিনীত। গগ্যাঁ-র সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা ছিল তাঁর, ভেবেছিলেন গগ্যাঁ-র সংস্পর্শে তাঁর শিল্পভাবনা আরও পরিণত হবে। উলটোদিকে গগ্যাঁ-র স্বভাব বোধ হয় ছিল খানিক উদ্দাম, নিজের তত্ত্বভাবনা সম্পর্কে অনেক সুনিশ্চিত। তার জেরেই গখ-কে নানা ভাবে হয়তো সে-ভাবনার অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন তিনি। এর ফল ভালো হয়নি। একদিন কাফেতে বসে কথা বলতে-বলতেই গগ্যাঁ-কে মদের গ্লাস ছুঁড়ে মারেন গখ। তাতেও তাঁর ক্ষোভ কমে না, দু-দিন পরে একটা ক্ষুর নিয়ে তাড়া করেন গগ্যাঁ-কে। আসল দুর্ঘটনা ঘটে তার পরের দিন

boibook

সকালে, নিজেরই একটা কান কেটে ফেলেন গখ। সে-ই ছিল তাঁর মানসিক অসুস্থতার প্রথম লক্ষণ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত পরবর্তী দেড় বছর এই অসুখের হাত থেকে রেহাই পাননি তিনি, আর তার অনেকটা অংশই তাঁর কাটে হাসপাতালে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই, অসুস্থতার আগে-পরে মিলিয়ে দু-তিন বছরের মধ্যেই গখ তাঁর ভুবনবিখ্যাত সব ছবি এঁকে ফেলেন এবং সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে যান তাঁর চিঠিতে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পরেও, আশ্চর্য যে, তাঁদের বন্ধুত্ব থেকে যায়। পরের বছর, ১৮৮৯-র জানুয়ারিতেই তাঁরা ফের পরস্পরকে চিঠি লিখতে শুরু করেন। ইতিমধ্যে গগ্যাঁ প্যারিস হয়ে পাড়ি জমিয়েছেন ব্রিটানি-র দিকে। গখ থেকে গেছেন আর্ল-এ। সে বছর মাঝের অংশে আর চিঠিপত্র নেই দু-জনের, নিজের-নিজের কাজ, ভাবনা, আর্থিক সমস্যা এবং শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে প্রায় অসম লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিলেন দু-জনেই। ১৮৮৯-এর শেষদিক থেকে ১৮৯০-এর জুলাইয়ে গখ-এর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গগ্যাঁ-র আবারও কিছু চিঠি পাওয়া যায়। এ সময়ে ভান গখ-এর একটি মাত্র চিঠিরই সন্ধান মেলে, স্বেচ্ছামৃত্যুর মাস-দেড়েক আগে লেখা।

এইটুকু দুই শিল্পীর পারস্পরিক এই সব চিঠির প্রেক্ষাপট। বাকিটুকু রয়েছে চিঠিগুলির সঙ্গে। প্রয়োজনীয় টীকা, উল্লেখিত ছবির প্রতিলিপি ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে তাঁদের ঘটনাবহুল বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব মাত্রই দু-আড়াই বছর, কিন্তু গগ্যাঁ-র সঙ্গে সম্পর্কের এই আড়াই বছর গখ-এর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কের শেষ হয় গখ-এর স্বেচ্ছামৃত্যুতে, আর তার কয়েক মাস পরেই গগ্যাঁ তাঁর জীবনের ও শিল্পদর্শনের শেষ গন্তব্য তাহিতি-র উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এই সময়ের মধ্যে গগ্যাঁ-র লেখা চিঠি পাওয়া যায় ষোলোটি, আর গখ-এর পাঁচটি। এখন কেন গখ-এর চিঠি সংখ্যায় কম, যদিও প্রত্যেকটি দীর্ঘ, আর গগ্যাঁ-র চিঠি বেশি। তার সরল কারণ হল, গগ্যাঁ-র চিঠি

সংরক্ষিত হয়েছে, গখ-এর চিঠি সেভাবে হয়নি। এ জন্য যাবতীয় কৃতিত্ব প্রাপ্য যোহানা-র, যোহানা ভান গখ-বঙ্গের। থিও-র সহধর্মিণী ছিলেন তিনি। মাত্র ছ-মাসের ব্যবধানে দুই ভাই মারা গেলে, কোলে বছরখানেকের শিশু নিয়ে ভিনসেন্ট ভান গখ-এর যাবতীয় ছবি, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় নথি, চিঠিপত্র-সহ, এই অনন্যসাধারণ মহিলা রক্ষা করেছেন। ফলে জগৎ তাঁর কথা, তাঁদের কথা জানতে পেরেছে। আজ ভান গখ এবং সে-সময়ের অন্যান্য শিল্পীদের কাজ, তাঁদের জীবনযাপন ও শিল্পভাবনার কথা জানার এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার আর নেই।

এক অর্থে, এই চিঠিগুলি পাশ্চাত্যের শিল্প-ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বের প্রাথমিক দলিলও। দুর্ভাগ্যবশত, দুনিয়া জুড়েই মানুষ শিল্প নিয়ে নানান গালগল্পে অভ্যস্ত। এই চিঠিগুলি হতে পারে তার পালটা এবং প্রকৃত বয়ান। শিল্পীদের নিজের বয়ানেই তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, কাজ, ভাবনার কথা জানা সব-সময়েই ভালো। বিস্ময়কর যে, শরীর-স্বাস্থ্যের সাংঘাতিক অবস্থা এবং চিরদারিদ্র্যের মধ্যেও এই দু-জন শুধু ছবিই আঁকেননি, সেই সঙ্গে তাঁদের প্রতিদিনের জীবন ও ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে বর্ণনা করে গেছেন। গখ মূলত চিঠিতে, গগ্যাঁ চিঠি ছাড়াও নানান লেখায়। একদিক থেকে এই সব চিঠিপত্র হল তাঁদের শিল্পভাবনার তাত্ত্বিক দলিল, তাঁদের শিল্প-ইস্তাহারও। আবার এখান থেকেই তাঁদের জীবন নিয়ে যে-সব রহস্যগল্প তৈরি হয়েছে, তারও খানিকটা নিরসন হয়।

আসুন, এবার চিঠিগুলো পড়া যাক।

boighar boighar

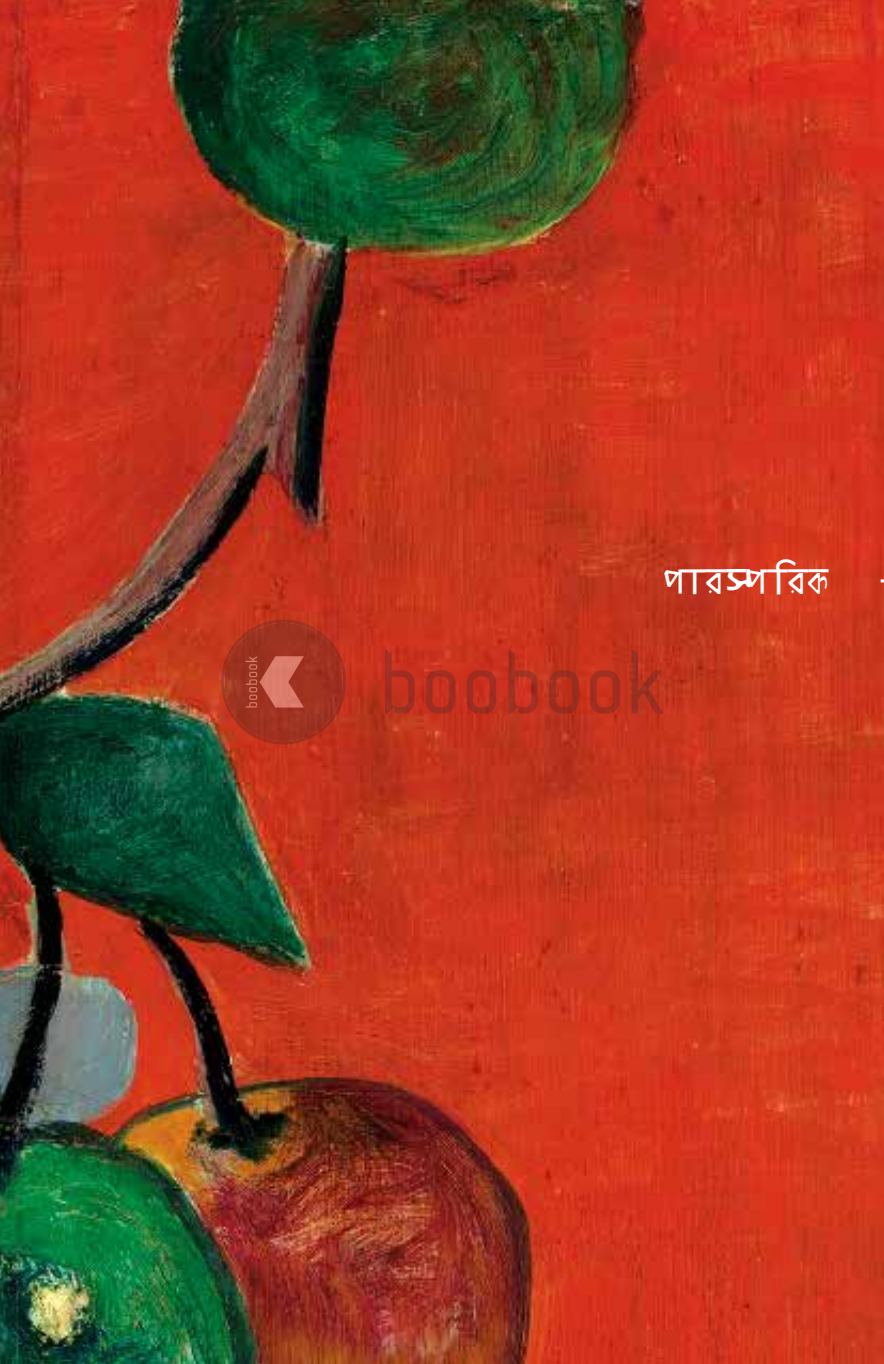

পারস্পরিক

boobook

- পারস্পরিক

মহাশয়,

রু ফঁত্যেন-এ ছবির ফ্রেমার ক্লুজে[১]-র দোকানে একবার যদি আসেন, তো দেখবেন সেই যে ছবি বিনিময়[২] করার কথা হয়েছিল, সে অনুযায়ী আপনার জন্য আমি একটা ছবি রেখে এসেছি। ছবিটা যদি পছন্দ না হয়, তা হলে জানাবেন, আর নিজে এসে পছন্দমতো যে-কোন ছবি বেছে নেবেন। আমি যদি নিজে এসে আপনার ছবি সংগ্রহ না করতে পারি, তবে মার্জনা করবেন। আপনি যেখানে থাকেন,[৩] সেদিকে প্রায় যাওয়াই হয় না। ১৯ বুলেভার মঁমার্ত্র থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারি, যদি দয়া করে সেখানে আপনার ছবিটা রেখে আসেন।

আপনার,
পল গগ্যাঁ
পারি, ডিসেম্বর ১৮৮৭

boobook

[১] ফ্রেমমেকার পিয়ের ক্লুজে-র দোকান ছিল মঁমার্ত্র-এর ৩৩ রু ফঁত্যেন স্যাঁ জর্জ-এ।

[২] ১৮৮৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বরে রেস্তরাঁ দ্যু শালে-তে যে-প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানেই দু-জনের মধ্যে এই ছবি বিনিময়ের কথা হয়। গখ তাঁর 'সানফ্লাওয়ার গন টু সিড' ছবিটির সঙ্গে গগ্যাঁ-র 'অন দ্য শোর অফ দ্য লেক, মার্তিনিক' ছবিটি বিনিময় করেন। এই প্রদর্শনীতে ভান গখ-এর কাজ ছাড়াও এমিল বের্নার, লুই অর্কিত্যাঁ, তুলুজ-লত্রেকের কাজ ছিল। দলের নাম ছিল 'দ্য লিটল এভিনিউ গ্রুপ', দিয়েছিলেন ভিনসেন্ট স্বয়ং। তখন বিখ্যাত ইম্প্রেশনিস্টদের চিহ্নিত করা হত 'দ্য গ্র্যান্ড (গ্রঁ) বুলেভার' হিসেবে, তাঁদের থেকে আলাদা করার জন্যই এই নাম।

[৩] ১৮৮৭-র মধ্য-নভেম্বরে মার্তিনিক থেকে ফিরে আসার পর প্যারিসের দক্ষিণ দিকে মঁপারনাস পেরিয়ে রু বুলার-এ থাকতেন গগ্যাঁ। ভ্যান গখ ভাইরা যেখানে থাকতেন, সেই মঁমার্ত্র থেকে তা অনেকটাই দূর।

[৪] বুসো, ভালাদঁ এ স্যি-র গ্যালারি ছিল এই ঠিকানায়, ভিনসেন্টের ভাই থিও সেখানে কাজ করতেন

প্রিয় ভিনসেন্ট,

তোমার ভাইকে আমি লিখতে পারতাম, কিন্তু আমি তো জানি যে তোমাদের প্রতিদিন দেখা হয়।[১] তা ছাড়া সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ব্যবসা নিয়ে তাকে যা ব্যস্ত থাকতে হয়, তার পর আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করে না তাকে।

ব্রিটানির উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছি আমি (সব সময় ছবি আঁকার সেই তীব্র তাড়না), আমার আশা যে তার জন্য টাকা ঠিক জুটে যাবে। ছবি অল্পস্বল্প যা বিক্রি হয়েছিল, কিছু ধার যা না-মেটালেই নয়, সে সবে তা শেষ হয়ে গেছে। মাসখানেকের মধ্যেই আমার হাতে আর কিছু থাকবে না। আর শূন্য জিনিশটা খুবই খারাপ ব্যাপার।

তোমার ভাইয়ের ওপর আমি কোন চাপ দিতে চাই না, কিন্তু তুমি যদি আমার হয়ে দুটো কথা তাকে বলো, তা হলে আমার মন একটু শান্তি পায়, বা তাতে নিজেকে অন্তত আরও কিছু দিন ধরে রাখতে পারি। হা ঈশ্বর, এই সব টাকাপয়সার ব্যাপার শিল্পীদের কাছে কী ভয়ানক!

কিছু টাকা যদি পাই, তা হলে দামপত্তর একটু কমাতে হলেও ভয় পেও না।[২] দিন-পনেরো তো প্রায় বিছানাতেই পড়েছিলাম, আবার সেই জ্বর[৩], কিন্তু উঠে আবার কাজ শুরু করেছি। পাঁচ-ছ'মাসের জন্য যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারি, তা হলে কিছু ভালো কাজ ঠিক করে ফেলব।

যদি পারো, উত্তরে একটু উৎসাহ দিও।[৪]

চিরকালের তোমার,
পল গগ্যাঁ
পঁত'আভেন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮

boobook

[১] সুইডেনবর্গ আর বালজাক-এর ওপর ভিত্তি করে গগ্যা তাঁর আবেগের সিম্বলিস্ট শিল্পতত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন।

[২] (এমিল) বের্নার (১৮৬৮-১৯৪১) ফরাসি পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী। বয়েসে ছোট হলেও গগ্যাঁ ও ভান গখ-এর সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিল। চিঠির যোগাযোগও ছিল বরাবর। সে সময়ে প্রায় মাসখানেক তিনি পঁত'আভেন-এ ছিলেন।

পল গগ্যাঁর একটি চিঠি, **পল গগ্যাঁ**

প্রিয় ভিনসেন্ট,

উত্তর দিতে খুব দেরি হয়ে গেল।[১] কিন্তু কী বলব, আমার অসুস্থতা আর উদ্বেগ প্রায়ই আমাকে গভীর অবসাদে ঠেলে দেয়, আর আমি তলিয়ে যাই নিষ্ক্রিয়তায়। আমার জীবনের কথা তুমি যদি জানতে, তা হলে বুঝতে যে সব দিক দিয়ে প্রবল লড়াই করার পর সবে এখন আমি একটু শ্বাস নেওয়ার মতো অবস্থায় এসেছি, আর এখনই আমি কিছু না করে বসে আছি। তোমার বিনিময়ের ভাবনাটা, যদিও আমি তার কোন উত্তর দিইনি, আমার ভালোই লেগেছে, এবং আমি তোমার কথামতো নিজের একটা প্রতিকৃতি আঁকব, কিন্তু তা এখন নয়। এখন তা আঁকার মতো অবস্থায় নেই আমি, কারণ তুমি তো আর আমার মুখের নিছক একটা অনুকৃতি চাইছ না, চাইছ প্রতিকৃতি, অন্তত আমি তা-ই বুঝেছি। তরুণ বের্নার-কে ছবিতে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনও পারিনি। হয়তো স্মৃতি থেকেই তা করতে হবে, কিন্তু যা-ই হোক না কেন তার রূপ হবে বিমূর্ত। হয়তো আগামীকাল, জানি না কবে, তা হঠাৎই এসে হাজির হবে। এই মুহূর্তে এখানে চমৎকার আবহাওয়া, ফলে দু-জনেই এই অবকাশে নানা কিছু করার চেষ্টা করছি।

এখনই ধর্মীয় একটা ছবি শেষ করলাম, খুব বাজে ভাবে করা, কিন্তু কাজটা বেশ আগ্রহের ছিল, ফলে ভালোই লেগেছে আমার। পঁত'আভেনের গির্জায় কাজটা দিতে চাই। কিন্তু তারা অবশ্যই তা চায় না।[২]

ব্রিটানির মেয়েরা, একত্রে প্রার্থনা করছে। গভীর কালো পোশাক সকলের, মাথায় উজ্জ্বল হলুদ-শাদা আবরণ। ডানদিকের দুটো বিশাল হেলমেটের মতো। একটা আপেলগাছ ক্যানভাস চিরে চলে গেছে, গাঢ় বেগুনি তার রঙ, আর পাতাগুলো এমারেল্ড সবুজে মেঘের মতো গুচ্ছে আঁকা, তার মধ্যে-মধ্যে হলুদ-সবুজ সূর্যের আলো। (সিঁদুররঙা) ভূমি গির্জার দিকে নেমে বাদামি-লালে পরিণত হয়েছে।

দেবদূতের পোশাক উজ্জ্বল গাঢ় নীল, আর জেকবের গাঢ় সবুজ। দেবদূতের ডানা বিশুদ্ধ এক নম্বর হলুদ, চুল দু-নম্বর আর পায়ের রঙ কমলা। আমার তো ধারণা অবয়বের রূপারোপে আমি বেশ গ্রাম্য আর সংস্কারাচ্ছন্ন এক ধরনের সরলতা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি। সব মিলিয়ে বিষয়টা গম্ভীর। গাছের নিচে গরুটা বাস্তবের তুলনায় ক্ষুদ্র, যেন তা ছুটে

প্রিয় ভিনসেন্ট,

তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছি আমরা; একটু অন্য ভাবে, তা সত্যি, কিন্তু কী এসে যায় তাতে, যদি ফলাফল হয় এক? আমাদের সে-ই দুটো প্রতিকৃতি।[১] সিলভার হোয়াইট ছিল না বলে লেড হোয়াইট ব্যবহার করেছি, খুব সম্ভব তাতে রঙ ক্রমশ গাঢ় এবং ভারি হয়ে যাবে। তা ছাড়া, ছবিটা শুধু রঙের কথা ভেবে আঁকা হয়নি।[২] আমি কী করার চেষ্টা করেছি মনে হয় তা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার আছে, যদিও তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে না এমন নয়, কিন্তু আমার মনে হয় না যা চেয়েছি তা করতে পেরেছি বলে। চোরের ঐ মুখোশ, পোশাক-আশাক যাচ্ছেতাই, কিন্তু জাঁ বালজাঁ-র মতো ক্ষমতাশালী, অভিজাত এবং ভেতর থেকে শান্ত। রক্তের দাগ মুখটা ঢেকে দিয়েছে, আমাদের শিল্পীর হৃদয় যে তপ্ত লাল লাভার আগুনে জ্বলছে চোখের চারপাশে আগুনে ছোপে তার প্রকাশ। চোখ এবং নাকের ড্রয়িং যেন পার্সিয়ান কার্পেটে ফুলের নকশা, এক বিমূর্ত ও প্রতীকি শিল্পের কথা বলছে। আর শিশুসুলভ ফুলকারিতে সাজানো ঐ মেয়েলি প্রেক্ষাপট, সে যেন আমাদের শৈল্পিক শুদ্ধতার সাক্ষী। আর ঐ জাঁ বালজাঁ, সমাজ যার ওপর নির্যাতন করে, যাকে নির্বাসনে পাঠায়, সে কি তার ভালোবাসা, তার শক্তি নিয়ে এখনকার কোন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরই প্রতীক নয়? আমার মুখের বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাকে আঁকার ফলে তুমি এ ছবিতে যেমন ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে পাচ্ছ, তেমনই এ কি আমাদের সকলের প্রতিকৃতি নয়, যারা সমাজের নির্মম শিকার, ভালো কাজ করেই তার ওপর আমরা প্রতিশোধ নিচ্ছি। আহ্! প্রিয় ভিনসেন্ট, মজা পাওয়ার মতো জিনিশের অভাব নেই এখানে, এই যে সমস্ত আঁকিয়ে, দ্যাখো মধ্যমেধায় জারিত যেন ভিনিগারে ডুবনো শশার কুচি সব। তারা মোটা না লম্বা না বেঁকা না জড়ুলযুক্ত, তাতে কিছু এসে যায় না, তারা আছে এবং থাকবে নির্বোধ শশার কুচি হয়ে। ইউজ্যেন, ঐ সেই আবের, আবের যে দ্যুপি-কে মেরেছিল,[৩] তুমি জানো তার কথা... আর তার সুন্দরী স্ত্রী আর তার বৃদ্ধা মা, এবং হতভাগা পুরো দলটা! ইউজ্যেন ছবি আঁকে, খবরের কাগজে লেখে, ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে বিনেপয়সায় ঘুরে বেড়ায় হে। যতক্ষণ না কান্না পায়, ততক্ষণ হাসি পাওয়ার মতো এত জিনিশ আছে চারপাশে! তার ছবির কথা বাদ দিলেও, কী ইতরের মতো জীবন একখানা, এই সব ইতর ভাঁড়ের জন্য যিশুর মৃত্যুবরণ করার কোন মানে হয়? শিল্পী হিসেবে ঠিক আছে, কিন্তু সংস্কারক হিসেবে আমার তা মনে হয় না।[৪] আমাদের বন্ধু বের্নারও আর্ল-এ যাওয়ার কথা ভাবছে, কাজও করছে। লাভাল, যাকে তুমি চেনো না, কিন্তু সে তোমার চিঠি পড়ে আর আমাদের কাছে গল্প শুনে তোমাকে ভালোই চেনে, সে-ও আমাদের সঙ্গে করমর্দনের জন্য তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে।

তোমার,
পল গগ্যাঁ , পঁত'আভেন, ১ অক্টোবর ১৮৮৮

boobook